দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

০৪

কলেজে ভর্তি হতে পারছে না মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা

সংশোধিত নীতিমালার কথা জানে না কলেজগুলো

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালীপনা ও দায়িত্বহীনতার শিকার ২০০৭-এ দাখিল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা। অপরদিকে সারাদেশে এইচএসসি ভর্তি ফরম বিতরণ শেষে ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্তির দিকে এগুলেও এখনো ট্রান্সক্রিপ্ট পায়নি দেশের অনেক এলাকার মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। দ্বিমুখী এ সংকটে উদ্বেগ, অসন্তোষ ও ক্ষোভ বিরাজ করছে দাখিল উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে। তাই এখনি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য সময়সীমা বৃদ্ধিসহ নতুনভাবে মূল্যায়নে সমসুযোগ দাবী করছে শিক্ষার্থীরা। পৃঃ৮ঃ কঃ৪

কলেজে ভর্তি হতে পারছে না মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বছর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এইচএসসিতে নতুন ভর্তি নীতিমালা ঘোষণা করে। নতুন নীতিমালায় মাদ্রাসা পাস শিক্ষার্থীদের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৪ জুলাই 'শিম/শাঃ ১১/১০(১২)/২০০২ (অংশ-২)/১১৭৫' নং স্মারকে ভর্তি নীতিমালায় সমতা আনতে সংশোধনী আনে। উপ-সচিব বাবলু কুমার সাহা স্বাক্ষরিত নতুন এ নির্দেশে বলা হয়েছে, উদ্ভূত সমস্যা নিরসনকল্পে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে 'ফিকহ ও উসূলে ফিকহ এবং ইংরেজী' বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টকে দ্বিগুণ এবং 'পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান' বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টকে দ্বিগুণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। একইভাবে সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে 'ফিকহ ও উসূলে ফিকহ এবং ইংরেজী' বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টকে দ্বিগুণ এবং 'ইসলামের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান' বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টকে দ্বিগুণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। মজার ব্যাপার হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ২১ জুনের তথ্য বিবরণীতে নতুন ভর্তি নীতিমালা ঘোষণা করার পর কয়েকদিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তা প্রচার করা হয়। সে অনুযায়ী আগামী ২৬ জুলাই ভর্তির শেষ তারিখ। অথচ মন্ত্রণালয় থেকে ৪ তারিখ জারি হওয়া নতুন নির্দেশ গতকাল পর্যন্ত জারি হবার ৭ দিন অতিক্রান্ত হবার পরও পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ বা প্রচারের ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্টরা। ঢাকার বেশ কয়েকটি কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে আলাপকালে তারাও এ ধরনের কোন নতুন নির্দেশ পাননি বলে জানান।

ইতোমধ্যে ঢাকার সরকারী বিজ্ঞান কলেজ, ভিকারুননিসা নূন কলেজ, নটরডেম কলেজ, হারমান মেইনার কলেজ, হলিক্রস কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। উল্লিখিত কলেজগুলোর ভর্তি তালিকায় মাদ্রাসা ছাত্রদের নাম নেই। রাজউক-উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ভর্তি ফরম বিতরণও গতকাল শেষ হয়েছে। এখানেও মাদ্রাসা পাস ছাত্রদের সুযোগ হয়নি। আজিমপুর ছাপরা মসজিদ সংলগ্ন হাফেজ আবদুর রাজ্জাক মাদ্রাসার দাখিলে গোল্ডেন জিপিএ প্যাওয়া দেলোয়ার, মারুফ ও তানভীর ইনকিলাব অফিসে ফোন করে জানায়, তাদের চেয়ে কম মেধার অনেকে সরকারী বিজ্ঞান কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। অথচ শুধুমাত্র মাদ্রাসার শিক্ষার্থী হবার ফলেই আমাদের সর্বোচ্চ স্কোর থাকার পরও ভর্তি তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যদি নতুন সরকারী ঘোষণা আসে তবে আমাদের পুনঃ মূল্যায়ন করে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হোক। তবে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল জানান, কারো প্রতি আমরা অবিচার করবো না। নতুন কোন নির্দেশ আসলে আমরা এডজাস্ট করে নেব। এইচএসসিতে ভর্তির নতুন নীতিমালা ঘোষণার ২০ দিন গত হয়েছে। সে অনুযায়ী ভর্তির জন্য বাকি আছে আর মাত্র ১১ দিন। অথচ এখনো সংশোধনীর খবর জানে না দেশের শিক্ষার্থী-অভিভাবক ও ভর্তি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। অন্যদিকে ফরম বিতরণ ও ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবার পথে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাস করার পর অনেক শিক্ষার্থীই ট্র্যাক পরিবর্তন করে কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু এবার ভর্তির জন্য ফরম সংগ্রহের সময় শেষ হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি নীতিমালা সংশোধনে দেরী ও মাদ্রাসা বোর্ড তাদের পাস করা সব ছাত্র-ছাত্রীদের এখনও ট্রান্সক্রিপ্ট সরবরাহ করতে পারেনি।

চট্টগ্রামের কলেজগুলো ট্রান্সক্রিপ্ট দেখাতে না পারায় মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি ফরম দিচ্ছে না। ইতোমধ্যে গত সোমবার চট্টগ্রামের মহসীন কলেজ ও কমার্স কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের ভর্তি ফরম বিতরণের সময়সীমাও শেষ হয়ে গেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো, দেশের শিক্ষাঙ্গনকে সেক্যুলার বানানোর চক্রান্ত হিসেবে বর্তমান ভর্তি প্রক্রিয়াকে দেখছেন। অভিভাবকদের কেউ কেউ বলেছেন, এ অবস্থা বজায় থাকলে তারা তাদের অন্য সন্তানদের এখনই মাদ্রাসা থেকে সরিয়ে স্কুলে নিয়ে আসবেন। যাতে করে তারাও ভবিষ্যতে বর্তমানের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মতো বৈষম্যের শিকার না হয়।